গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং-০৩(৩)কর-৭/আঃ আঃ বিঃ/৯৬/ তারিখ ঃ ২১/০৯/৯৬ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)
১৯৯৬-৯৭

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসংগিক পরিবর্তন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল ঃ

০১। ধারা 82A তে সহজভাবে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সম্পদ পরিবৃদ্ধি সংক্রান্ত শর্ত পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লেখিত ধারার **clause (b)** এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের ধারা 82A এর clause (b) তে এইরূপ বিধান ছিল যে, যে ক্ষেত্রে করদাতার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক সেই ক্ষেত্রে নীট সম্পদ পরিবৃদ্ধির পরিমাণ অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর বৎসরের নির্ধারিত আয় অথবা রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় এবং আলোচ্য কর বৎসরে এই ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের পার্থক্যের বেশী হইতে পারিবে না। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ধারা 82A এর clause (b) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, করদাতার সম্পদের পরিবৃদ্ধি, প্রদর্শিত পারিবারিক খরচ ও সংশ্লিষ্ট বৎসরে পরিশোধিত করের সমষ্টি, নিরূপিত আয় ও করমুক্ত আয় (যদি থাকে) এর বেশী হইতে পারিবে না।

০২। ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার জন্য রিটার্ণের সাথে বাধ্যতামূলক সম্পদ বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে মোট আয়ের সীমা এক লক্ষ টাকা হইতে দুই লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ - আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর **clause (d)** এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের মোট আয় এক লক্ষ টাকার অধিক হইলে রিটার্ণের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর clause (d) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে উক্ত আয়ের সীমা ১,০০,০০০/- টাকা স্থলে ২,০০,০০০/-

টাকায় নির্ধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার মোট আয় ২,০০,০০০/- টাকা বা তার কম হইল রিটার্ণের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।

০৩। **কর অবকাশ ভোগ করিতেছে না এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত ইউনিট (Expansion unit) কর অবকাশ (Tax holiday) প্রদানের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46A এর উপ-ধারা (1) এ ব্যাখ্যা সংযোজনঃ**

অর্থ আইন, ১৯৯৫ ইং এর মাধ্যমে উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর অবকাশের বিধান প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান এবং কর অবকাশ ভোগ করে না -এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত ইউনিটের জন্য কর অবকাশের সুবিধা নতুন প্রনীত আইনে রাখা হয় নাই। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিধিতে শুধুমাত্র কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত ইউনিটকে এই কর অবকাশের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46A এর উপ-ধারা (1) এ ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে কর অবকাশ ভোগকারী প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত ইউনিট এবং কর অবকাশ ভোগ করে না এইরূপ উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত ইউনিটকেও কর অবকাশ প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

০৪। **সাসপেন্স একাউন্টে স্থানান্তরিত ব্যাংক সুদকে ব্যাংকের আয় হিসাবে গণ্য না করার বিধান প্রবর্তন -ধারা 28 এ উপ-ধারা (3) সংযোজন এবং এই বিধানের সুযোগ গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে প্রভিশনিং খাতে খরচ গ্রাহ্য না করার বিধান প্রবর্তন -ধারা 29(1)(xviiaa) তে নতুন প্রোভাইসো সংযোজনঃ**

বিদ্যমান আইনের ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর clause (xviiaa) অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেনীবিন্যাসকৃত সুদসহ মন্দ বা কুঋণের প্রকৃত প্রভিশন বা সুদসহ মোট বকেয়া ঋণের ৫%, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম -তাহা ব্যবসায়ের খরচ হিসাবে গ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু এই সব ব্যাংকের সাসপেন্স একাউন্টে স্থানান্তরিত সুদকে ব্যাংকের আয় হিসাবে ধরা হয় যদিও প্রকৃত পক্ষে সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক এই সুদ পায় না। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 28 এ উপ-ধারা (3) সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেনীবিন্যাসকৃত মন্দ বা কু ঋণ হইতে উদ্ভুত সুদকে প্রকৃত প্রাপ্তির ভিত্তিতে বা লাভ ক্ষতির হিসাবে ক্রেডিট প্রদানের ভিত্তিতে (যেইটি আগে) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আয় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। তবে ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর clause (xviiaa) তে নতুন প্রভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, 28(3) ধারার বিধান অনুসারে মন্দ বা কুঋণ হইতে সুদ আয় নিরূপনের সুযোগ গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে 29(1)(xviiaa) ধারা অনুসারে প্রভিশনিং বাবদ কোন দাবী গ্রাহ্য করা হইবে না।

০৫। **উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকাশ নিলামের সহিত সীলড্ টেন্ডারের মাধ্যমে নিলাম এর অন্তর্ভুক্তিকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 53C এর সংশোধনঃ**

বিদ্যমান আইনের ধারা 53C অনুযায়ী প্রকাশ নিলামের (Public auction) মাধ্যমে দ্রাব্যাদি অথবা সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যের উপর ৩% হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান আছে। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে 53C তে এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17D সংশোধনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, সীলড্ টেন্ডারের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখিত হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

০৬। **কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের হিসাব সদস্য হিসাবে আয়কর আইনজীবিদের নিয়োগের বিধান করা এবং ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট হিসাবে যে কোন সদস্যের নিয়োগ দানের বিধান করা -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 11 এর উপ-ধারা (1) ও উপ-ধারা (4) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে কর আপীলত ট্রাইব্যুনালে হিসাব সদস্য পদে কর কমিশনারদিগকে অথবা ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চাটার্ড একাউন্টেন্ট/কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টদিগকে নিয়োগ করা যাইত এবং ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট কেবলমাত্র বিচার সদস্যদের মধ্য হইতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 11 এর উপ-ধারা (3) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 174(2) ধারা অনুসারে রেজিষ্টার্ডকৃত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আয়কর আইনজীবিদিগকেও হিসাব সদস্য পদে নিয়োগের বিধান করা হইয়াছে। ইহাছাড়া উপ-ধারা (4) সংশোধনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট পদে সদস্যগণের মধ্য হইতে যে কোন সদস্যকে নিয়োগের বিধান করা হইয়াছে।

০৭। **কর নির্ধারণী আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছানোর সময়সীমা সকল ক্ষেত্রেই ৩০ দিন নির্ধারণ -আয়কর অদ্যাদেশের ধারা 82, 82A, 83A, 84, 84A এর সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে ধারা 83 তে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছানোর সময় সীমা ছিল ৩০ দিন। অন্যান্য ধারায় কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন সময় সীমা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ধারা 82, 82A, 83A, 84 এবং 84A তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আণয়ন পূর্বক উল্লেখিত ধারা সমূহে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কর নির্ধারণী আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছানোর সময়সীমা ৩০ দিন নির্ধারণ করা হইয়াছে।

০৮। **কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণ ৫০% এর স্থলে ৪০% এ হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 158 এর উপ-ধারা (2) এর clause (a) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় করের পার্থক্যের ৫০%

পরিশোধ করার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 158 এর উপ-ধারা (2) এর clause (a) সংশোধনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং ধারা 74 এ প্রদেয় করের পার্থক্যের ৪০% পরিশোধ করিতে হইবে।

০৯। **আপীল দায়ের করার ক্ষেত্রে প্রদেয় কর আপীল দায়েরের পূর্বেই পরিশোধ করার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 153 এর উপ-ধারা (3) এর clause (a) ও clause (b) সংশোধন এবং উক্ত বিধান, অর্থ আইন, ১৯৯৬ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার দিন হইতে কার্যকরকরণ -ধারা 153 এ নূতন প্রোভাইসো সংযোজনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে আপীল দায়ের করার ক্ষেত্রে ডি.সি.টি এর আদেশানুযায়ী প্রদেয় করের ১৫%/২০% অথবা রিটার্ণ অনুসারে প্রদেয় কর -এই দুইয়ের মধ্যে বড়টি পরিশোধের বিধান ছিল। তবে, পরিশোধের কোন সুস্পষ্ট সময়সীমা উল্লেখ ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 153 এর উপ-ধারা (3) এর clause (a) ও clause (b) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, উল্লেখিত আপীল দায়ের কারার পূর্বেই প্রযোজ্য কর পরিশোধ করিতে হইবে। তবে, এই বিধান অর্থ আইন, ১৯৯৬ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার দিন হইতে কার্যকর হইবে মর্মে একটি প্রভাইসো উক্ত ধারায় সংযোজন করা হইয়াছে।

১০। **ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক হইতে বোনাস শেয়ার নিঃশর্তভাবে করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 32 এর উপ-ধারা (7) সংশোধনঃ**

বিদ্যমান আইনে, পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক হস্তান্তর হইতে উদ্ভুত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত থাকিলেও বোনাস শেয়ার হইতে উদ্ভুত মূলধনী মুনাফা করযোগ্য ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ধারা 32 এর উপ-ধারা (1A) বিলুপ্তি এবং উপ-ধারা (7) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বোনাস শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ভুত মূলধনী মুনাফা সম্পূর্ণ করমুক্ত থাকিবে।

১১। **জমির মালিক জমির মূল্যের পরিবর্তে এ্যাপার্টমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেইক্ষেত্রে মূলধনী মুনাফা বিনিয়োগ বাবদ কর রেয়াতের সুবিধা প্রদানের বিধান প্রবর্তন-আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 32 এর উপ-ধারা (8) এর সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুসারে জমি বা ইমারত বিক্রয় হইতে উদ্ভুত মূলধনী মুনাফা সংশ্লিষ্ট জমি/ইমারত বিক্রয়ের পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে একটি আবাসিক ফ্লাট ক্রয়ে/বাড়ী নির্মানে, শিল্প কোম্পানীর মূলধনী সম্পত্তি অর্জনে কিংবা পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে উক্ত মূলধনী মুনাফার উপর কোন কর প্রদান করিতে হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ধারা 32 এর উপ-ধারা (8) এর সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, জমির মালিক, সমবায় সমিতি বা হাউজিং ও রিয়েল এষ্টেট কোম্পানীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে জমির মূল্যের

পরিবর্তে এক বা একাধিক এ্যাপার্টমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেই ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র একটি এ্যাপার্টমেন্টের জন্য মূলধনী মুনাফা বিনিয়োগ বাবদ কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা হইবে। এই কর রেয়াতের সুবিধা ১৯৯৬-৯৭ কর বৎসর হইতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১২। **কৃষি আয় ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তফসিলের Part A তে নতুন অনুচ্ছেদ 29 সংযোজনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কৃষি আয়ের কোন অংশই করমুক্ত ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফশিলের Part A তে নতুন অনুচ্ছেদ 29 সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যে সকল করদাতার আয়ের একমাত্র উৎস কৃষি, তাহাদের কৃষি আয়, ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকিবে। এই সংশোধনীর ফলে বস্তুত পক্ষে কৃষি আয় ব্যতীত অন্য কোন আয় নাই, এইরূপ করদাতাদের ক্ষেত্রে মোট আয় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকিবে।

১৩। **নতুন পুরাতন নির্বিশেষে সকল শেয়ার বিনিয়োগ হইতে উদ্ভুত ডিভিডেন্ড আয় করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশিলের Part A এর অনুচ্ছেদ 22 এর সংশোধনঃ**

বিদ্যমান আইন ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বিনিয়োগ হইতে উদ্ভুত ডিভিডেন্ড আয় কর মুক্তির ক্ষেত্রে আইনের "new investment" শব্দদ্বয়ের "new" শব্দটি বিলোপ করা হইয়াছে। এই সংশোধনীর পরে ও পূর্বের মতই পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার হইতে উদ্ভুত ডিভিডেন্ড আয় ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকিবে।

১৪। **রপ্তানী ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার ০.৫০% হইতে ০.২৫% এ হ্রাসকরণ - আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17J এর সংশোধনঃ**

বিদ্যমান বিধি অনুসারে রপ্তানীকৃত পণ্যের রপ্তানী মূল্যের উপর উৎসে কর সংগ্রহের হার ০.৫০%। তবে তৈরী পোষাক ও হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই হার ০.২৫%। জুট হেসিয়ান, সেকিং, কার্পেট বেকিং, তাজা ফল ও শাক-সব্জী, হাঁস-মুরগীর ডিম এবং হস্তশিল্প জাত দ্রব্যাদি এই কর সংগ্রহের আওতামুক্ত। আয়কর বিধিমালার বিধি 17J সংশোধনের দ্বারা উৎসে কর সংগ্রহের ০.৫০% হারটি ০.২৫% এ পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ উৎসে কর সংগ্রহের আওতামুক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার হইবে ০.২৫%।

১৫। **বাড়ীভাড়া হইতে উৎসে কর সংগ্রহের নিম্নসীমা বর্ধিতকরণ -আয়কর বিধিমালা 17B সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধি অনুসারে মাসিক বাড়ীভাড়া ৭,৫০০/- টাকা অতিক্রম না করিলে উৎসে কর কর্তন করা হইত না। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17B তে সংশোধনীর মাধ্যমে উৎসে কর কর্তনের নিম্ন সীমা ১০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বাড়ীভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে কর কর্তন করিতে হইবে না। মাসিক ভাড়া ১০,০০০/- টাকা উপরে, কিন্তু ২০,০০০/- টাকার বেশী নয়,

এইক্ষেত্রে ৩%, মাসিক ভাড়া ২০,০০০/- টাকার উপরে কিন্তু ৩০,০০০/- টাকার বেশী নয়, এই ক্ষেত্রে ৪% এবং মাসিক ৩০,০০০/- টাকার উপরে হইলে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

১৬। কর হারঃ

(ক) ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ১৯৯৬-৯৭ কর বৎসরের জন্য প্রত্যেক করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৫৫,০০০/- হইতে ৬০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে। অবশ্য স্তর ভিত্তিক কর হার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অর্থাৎ করমুক্ত আয়ের পরবর্তী ৭৫,০০০/- টাকার উপর ১৫% হারে পরবর্তী ১,৬০,০০০/- টাকার উপর ২০% হারে এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর ২৫% হারে কর প্রদান করিতে হইবে। তবে ন্যূনতম কর হইবে ১,২০০/- টাকা। এই কর হার অনুযায়ী ব্যক্তিশ্রেনীভূক্ত কোন করদাতার নির্ধারিত কর ১,২০০/- টাকার কম হইলেও তাহাকে ন্যূনতম ১,২০০/- টাকা কর প্রদান করিতে হইবে। তবে যদি কোন করদাতার নির্ধারিত কর ১,২০০/- টাকা অথবা তাহার অধিক হয়, কিন্তু বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) প্রদানের ফলে প্রদেয় কর ১,২০০/- টাকার কম হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত হ্রাসপ্রাপ্ত অংকই করদাতার প্রদেয় হইবে।

(খ) অনিবাসী ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে অনিবাসী এইরূপ কোন ব্যক্তি শ্রেনীভূক্ত করদাতার ক্ষেত্রে ২৫% হারে আয়কর আরোপিত হইবে।

(গ) কোম্পানীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছেঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী ..... | ৩৫% |
| ২। | ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী নহে ..... | ৪০% |
| ৩। | ব্যাংক, বীমা, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (ab), (bbb) এবং (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে ..... | ৪৫% |

কোম্পানী আইন অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত ডিভিডেন্ড অন্য কোন কোম্পানী প্রাপ্ত হইলে এই ক্ষেত্রে পূর্বের মতই এই ডিভিডেন্ড আয়ের উপর কর হার হইবে ১৫%।

অর্থ আইন, ১৯৯৬ এ সংযোজিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী বলিতে এইরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পনী বুঝাইবে যাহা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করেঃ

(১) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের মালিকানায় থাকিতে হইবে এবং এই মর্মে উক্ত কোম্পানীর চাটার্ড একাউন্টেন্ট এর প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে;

(২) উদ্যোক্তা এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না, এবং

(৩) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
ফোনঃ ৯৩৪১৪৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(৩) কর-৭/আঃআঃবিঃ/৯৬ তারিখঃ ২১/০৯/৯৬ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)
১৯৯৬-৯৭

বিষয়ঃ বিদ্যমান আয়কর রিটার্ণ ফরমের পরিবর্তে নতুন আয়কর রিটার্ণ ফরম চালুকরণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

ইতিপূর্বে বিদ্যমান আয়কর রিটার্ণ ফরমটিকে সময়োপযোগী ও বাস্তব সম্মত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ২৪ এর উপবিধি (১) সংশোধনের মাধ্যমে দুইটি নতুন রিটার্ণ ফরম প্রবর্তন করা হইয়াছে। একটি ফরম ছয় পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এবং অপরটি এক পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। প্রথমটিকে ফরম-ক এবং অপরটিকে ফরম-খ হিসাবে অবহিত করা হইয়াছে।

২। ফরম-ক সাধারণ করদাতাদের জন্য নির্ধারিত এবং ফরম-খ সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় রহিয়াছে এইরূপ করদাতা যাহাদের বেতন, মজুরী কিংবা আত্মকর্মসংস্থান (self employment) হইতে আয় রহিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের জন্য নির্ধারিত। অবশ্য ফরম-ক ও স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের জন্যে ব্যবহার করা যাইবে; তবে রিটার্ণের উপর "স্ব-নির্ধারণ" শব্দটি লিখিতে হইবে। ইহাছাড়া 82A ধারায় রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে ফরম-ক ব্যবহার করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে "82A ধারার রিটার্ণ" শব্দগুলি প্রথম পৃষ্ঠায় রিটার্ণের উপরে লিখিতে হইবে।

৩। রিটার্ণ ফরম-ক তথ্য বহুল ও সহজবোধ করা হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি বা করদাতা ইহা সহজেই পূরণ করিতে পারিবেন। রিটার্ণ ফরম-খ মাত্র এক পৃষ্ঠায় অত্যন্ত সহজ আঙ্গিকে তৈরী একটি রিটার্ণ ফরম। যে সকল করদাতার বেতন, মজুরী বা স্ব-কর্মসংস্থান হইতে আয় রহিয়াছে, তাহারা রিটার্ণ ফরম-খ ব্যবহার করিতে পারিবেন। তবে এই আয় দুই লক্ষ টাকার বেশি হইতে পারিবে না। শুধুমাত্র আত্মকর্মসংস্থান হইতে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় আছে এইরূপ করদাতাগণও এই রিটার্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই রিটার্ণের সাথে সম্পদ বিবরণী বা অন্য কোন বিবরণী/প্রমানাদি দাখিলের প্রয়োজন হইবে না। আত্মকর্মসংস্থান (self employment) হইতে আয় বলিতে বুঝাইবে নিজ শ্রম প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় ছোট ছোট ব্যবসায়ী যাহারা নিজেরাই ব্যবসা পরিচালনা ও ক্রয়-বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত, ব্যক্তি পরামর্শক (individual consultant) ডাক্তার, আইনজীবি, একাউনটেন্ট, ট্যাক্সি ক্যাব চালক ও পরিচালনাকারী ইত্যাদি করদাতাগণ রিটার্ণ ফরম-

খ তে রিটার্ণ দাখিল করিতে পারিবেন। কিন্তু যে সকল করদাতার বাড়ীভাড়া আয় অছে, তাহাদের ক্ষেত্রে এই রিটার্ণ ফরম প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ স্ব-নির্ধারণী রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে রিটার্ণে লোকসান বা সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের কম আয় প্রদর্শন করা যাইবে না অথবা এইরূপ আয় প্রদর্শন করা যাইবে না যাহাতে কর ফেরত সৃষ্টি হইতে পারে। রিটার্ণের ভিত্তিতে প্রদেয় কর রিটার্ণ দাখিলের পূর্বেই পরিশোধ করিতে হইবে এবং এই কর ১,২০০/- টাকার কম হইবে না। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেতন-ভাতার উপর প্রদেয় আয়কর নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত বিবেচিত হইবে। তবে তাহাদের নিজস্ব আয়ের উপর আনুপাতিক হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।

৪। দুইটি রিটার্ণ ফরমের শেষাংশে "প্রাপ্তি স্বীকার পত্র" (acknowledge- ment receipt) রাখা হইয়াছে। কর অফিসের রিটার্ণ গ্রহণকারী প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি রিটার্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাক্ষর ও সীল প্রদানপূর্বক রিটার্ণ দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৫। এই সাথে "আয়করদাতাদের জন্য জ্ঞাতব্য" শিরোনামের একটি বুকলেট পাঠানো হইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ১৪(৩) কর-৬/৯৫ তারিখঃ ০৫/১১/৯৬ ইং

পরিপত্র নং-১ (দানকর)
১৯৯৬-৯৭

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে দানকর আইনে আনীত সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে দানকর আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর দফা (গ) এর ক্ষেত্রে সংশোধনী আণয়ন করা হইয়াছে। দানকর আইনে আনীত সংশোধনীর যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্তে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলঃ

বর্তমান সংশোধনী আণয়নের পূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী দান যদি দাতব্য উদ্দেশ্যে কর হইত তাহা হইলে দান দাতা দানকর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য হইতেন যদিও যে প্রতিষ্ঠান বা তহবিলকে দান করা হইত উহা দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও চলিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দানকর অব্যাহতি পাইবার জন্য দাতার উদ্দেশ্যই ছিল মূখ্য। অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে দাতার উদ্দেশ্যের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের দাতব্য চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে দানকর আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর দফা (গ) এ সংশোধন আণয়ন করা হইয়াছে যাহার মাধ্যমে যে সকল প্রতিষ্ঠানে দান করা হইলে উহা দানকর মুক্ত হইবে সেই সকল দাতব্য প্রতিষ্টানসমূহকে সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও বর্তমান সংশোধনী আণয়নের পূর্বের বিধান অনুযায়ী, যে সকল ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা তহবিলে দান করিলে, দানকর অব্যাহতি পাওয়া যাইত উক্ত তহবিল বা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন হইত। উপরন্তু, দানকর অব্যাহতির ক্ষেত্রে দানের পরিমানেরও উল্লেখ ছিলনা। অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় ও জটিলতা পরিহার কল্পে এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দানের পরিমান সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে আলোচ্য দফায় সংশোধনী আণয়ন করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ তাহির হুসাইন
প্রথম সচিব (কর-৪)
পরিবীক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(৪০) কর-১/৯১ তারিখঃ ২৩/০৯/৯৬ ইং

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)
১৯৯৬-৯৭

বিষয়ঃ প্রকাশ্য নিলাম ডাক **(public auction)** এর পরিবর্তে সীল্ড টেন্ডার **(sealed tender)** এর মাধ্যমে সকল মালামাল অথবা সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে অগ্রীম কর সংগ্রহের প্রযোজ্যতা প্রসংগে।

আদিষ্ট হইয়া উপরি উক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। অর্থ আইন, ১৯৯৬ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(সি) সংশোধন করা হইয়াছে যাহা নিম্নরূপঃ

Section 53C এর "public auction" শব্দগুলির পরিবর্তে "public auction through sealed tender or otherwise" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

সংশোধিত ধারা অনুযায়ী sealed tender বা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামে দ্রব্যাদি বিক্রির সময় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যমূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে অগ্রীম কর আদায় করিতে হইবে। ফলে বর্তমানে প্রচলিত sealed tender এর মাধ্যমে বিক্রিত দ্রব্যাদির মূল্যের উপর অগ্রীম কর আদায়ের যে অব্যাহতি ছিল তাহা রহিত করা হইল।

এমতাবস্থায় এতদুদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে জারীকৃত স্মারক নং-৬(২৭) কর-৬/৮৮ তারিখ ২৮/২/৮৯ এবং ৮(৪০)কর-১/৯৪/৫৬ তাং ২১/১/৯৩ বাতিল করা হইল।

কানন কুমার রায়
দ্বিতীয় সচিব (কঃমঃঅঃ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(৩) কর-৭/আঃআঃবিঃ/৯৬ তারিখঃ ১৯/০৩/৯৭ ইং

## পরিপত্র নং-৪ (আয়কর)
## ১৯৯৬-৯৭

সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ১০.০০ লক্ষ চলতি ও বকেয়া আয়কর মামলার মধ্যে ডিসেম্বর '৯৬ ইং পর্যন্ত সময়ে ৩.৫ লক্ষ আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। আয়কর মামলা নিষ্পত্তির এই হার খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। কর মামলা নিষ্পত্তিতে আরও গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে দাবী সৃষ্টি ও আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে আয়কর অধ্যাদেশের 82D ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ নির্দেশ জারী করিলঃ

১। (ক) যে সকল করদাতার আয়ের একমাত্র উৎস আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2(58) এ বর্ণিত বেতন আয়, তাহাদের ক্ষেত্রে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করিয়া অধ্যাদেশের 82 ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে;

(খ) যে সকল করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের কমপক্ষে ৮০% বেতন আয়, সে সকল করদাতার বেতন আয়ের সহিত কৃষি, সুদ, ডিভিডেন্ড, বাড়ীভাড়া ও ব্যবসা খাতে আয় থাকিলেও এই সকল খাতের আয় প্রদর্শিত মোট আয়ের ২০% এর বেশী না হইলে রিটার্ণে প্রদর্শিত মোট আয় গ্রহণ করিয়া 82 ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) বেতন আয়ের ক্ষেত্রে কোন করদাতা আয়কর বিধি 33 এ বর্ণিত আনুতোষিক (perquisite) বেশী দাবী করিলে তাহা বিধি অনুসারে সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতাকে সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। করদাতা সেই সুযোগ গ্রহণ না করিলে স্বাভাবিক নিযমে কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

২। ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতা, ফার্ম অথবা এ, ও, পি এর ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ নিরূপিত মোট আয় এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে এবং ব্যবসা বা পেশা অপরিবর্তিত থাকিলে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যবসা বা পেশা আয়ের সহিত কৃষি, সুদ, ডিভিডেন্ড ও বাড়ীভাড়া খাতে আয় থাকিলে এবং এই সকল খাতের আয়সহ ব্যবসা বা পেশা খাতে সর্বশেষ নিরূপিত আয় এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করিয়া আয়কর অধ্যাদেশ 82 ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

৩। বাড়ীভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে নীট ভাড়া আয় যাহাই নিরূপিত হউক না কেন, সর্বশেষ নিরূপিত ভাড়া প্রাপ্তি ১,২০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে, একই বাড়ীর ক্ষেত্রে (যাহাকে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা হয় নাই) প্রদর্শিত রিটার্ণ আয়ে ভিত্তিতে 82 ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

৪। নতুন ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতা যাহাদের আয়ের একমাত্র উৎস ব্যবসা বা পেশা অথবা ব্যবসা বা পেশা আয়ের সহিত বেতন, কৃষি, সুদ, ডিভিডেন্ড আয় রহিয়াছে তাহাদের ব্যবসার প্রারম্ভিক পুঁজি এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে এবং প্রদর্শিত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর যাহা ন্যূনতম ১,২০০/- টাকার কম নহে, প্রদান করিলে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে 82 ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে তাহাদের ব্যবসার প্রারম্ভিক পুঁজি পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে হস্তান্তর করা যাইবে না।

৫। আয়কর অধ্যাদেশের 75(2)(d) ধারার বিধান অনুসারে যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক সে সকল ক্ষেত্রে উহা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সুযোগ প্রদান সত্ত্বেও সম্পদ বিবরণী দখিল না করা হইলে স্বাভাবিক নিয়মে কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

৬। করদাতার ঘোষিত সম্পদের পরিবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট বৎসরের ঘোষিত পারিবারিক ও অন্যান্য খরচ (যদি থাকে) এবং পরিশোধিত করের সমষ্টি রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের বেশী হইলে স্বাভাবিক নিয়মে কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

৭। (ক) কোম্পানী পরিচালকগণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) রিটার্ণে লোকসান প্রদর্শন করা হইলে অথবা আয়কর অধ্যাদেশের 82 ধারায় কর নির্ধারণের ফলে রিফান্ড সৃষ্টি হইলে উপরোক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) সংশোধিত রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে উক্ত রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় মূল রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের কম হইলে উপরোক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) সম্পদ বিবরণীতে কোনরূপ নতুন দান ও জামানত বিহীন ঋণ (unsecured loan) প্রদর্শন করা হইলে উপরিউক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

৮। উপরিউক্ত নির্দেশাবলী কর বৎসর নির্বিশেষে পরিপত্র প্রাপ্তির তারিখে অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত ক্ষেত্র/অনিস্পন্ন সকল কর মামলার ক্ষেত্রে ব্যতিরেকে প্রযোজ্য হইবে। আগামী ৩১শে মে, ১৯৯৭ তারিখের মধ্যে উপরে বর্ণিত নির্দেশাবলীর আওতায় নিস্পন্নযোগ্য সকল কর মামলা নিস্পন্ন করিতে হইবে এবং এই বিষয়টি কর কমিশনারগণ নিশ্চিত করিবেন। এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আগামী ৭ই জুন, ১৯৯৭ ইং তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৬(৫৪)কর-৩/৯৪ ইং এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিপত্র নং-৫(আয়কর)/৯৪ এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

মোঃ হুমায়ূন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(৫২) দ্বিঃসঃ-১৭ (কর অব্যাহতি-২)৯৭/১৬৯ তারিখঃ ২৩/০৪/৯৭ ইং

## পরিপত্র নং-৫ (আয়কর)
## ১৯৯৬-৯৭

প্রজ্ঞাপন নং-৪৪০-এল/৭৬, তারিখঃ ১৮/১২/৭৬ (প্রজ্ঞাপন নং-২১৭-এল/৭৮, তারিখঃ ০১/১১/৭৮ দ্বারা সংশোধিত) এর অনুচ্ছেদ-২ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত প্রজ্ঞাপনের উল্লেখিত বিভিন্ন শ্রেনীর ব্যক্তিবর্গের ন্যায় সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের করমুক্ত বেতন/ভাতা আয় তাঁহাদের মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার নিরূপনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আয়ের সহিত যোগ করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের ক্ষেত্রে এই বিধির প্রযোজ্যতা সম্পর্কে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপীলাত ডিভিশন এর মামলা নং-৭০, ৭১, ১৯৮৯ তারিখ ০৬/১১/৮৯ এ মাননীয় বিচারপতিগণ তাঁহাদের আদেশে অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রপতি আদেশ ২১ (P.O. 21), ১৯৭৩ দ্বারা মাননীয় বিচারপতিদের চাকুরীর শর্তাদি (Terms and condition of services) নির্ধারণ করা হয়। তাঁহাদের বেতন/ভাতাদি করমুক্ত রাখাও ঐ শর্তাবলীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইহা বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সিডিউল তৃতীয় অনুচ্ছেদ, ১৪৭ ধারার পাঠ সহকারে পঠিত অনুযায়ী sub-constitutional legislation এর মর্যাদা লাভ করে। অপরদিকে প্রজ্ঞাপন নং-৪৪০-এল/৭৬, তারিখঃ ১৮/১২/৭৬ (প্রজ্ঞাপন নং-২১৭-এল/৭৮, তারিখঃ ০১/১১/৭৮ দ্বারা সংশোধিত) আয়কর আইন, যাহা একটি statutory law, এর আওতায় জারী করা হয়। এমতাবস্থায় মাননীয় বিচারপতিগণ রায় প্রদান করে যে, statutory law এর কোন বিধান দ্বারা sub-constitutional legislation কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অতএব, P.O. 21 ১৯৭৩ দ্বারা যেহেতু মাননীয় বিচারপতিদের বেতনভাতাদি করমুক্ত করা হইয়াছে সেইহেতু আয়কর আইনের আওতায় জারীকৃত উক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উহা অন্যান্য আয়ের সহিত কর হার ধার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে যোগ করা যাইবে না। প্রজ্ঞাপন নং-৪৪০-এল/৭৬, তারিখঃ ১৮/১২/৭৬ এ উল্লেখিত অপরাপর ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি এস.আর.ও জারী করা হইতেছে।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রথম সচিব
(আপীল ও অব্যাহতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(২) আঃআঃবিঃ/৯৭

তারিখঃ ১৪/০৫/৯৭ ইং

পরিপত্র নং-৬ (আয়কর)
১৯৯৬-৯৭

বর্তমানে মৎস্য খামার, হাঁর-মুরগীর খামার, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান, খামার প্রকল্প, তুঁত গাছের চাষ, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন খামার এবং ফুল লতাপাতার চাষ ইত্যাদি হইতে উদ্ভুত আয় এক লাখ টাকার অধিক হইলে উক্ত আয়ের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট আয় বৎসর শেষ হইবার ৯০ দিনের মধ্যে সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায় যে, সময়ের অপ্রতুলতার জন্য অনেক করদাতাই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে এইরূপ বিনিয়োগে ব্যর্থ হইয়াছেন। স্বভাবতই একটি কোম্পানীর বাৎসরিক আয়-ব্যয় চূড়ান্তকরনের জন্য বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয় এবং হিসাব চূড়ান্তকরণের পূর্বে কোম্পানীর পক্ষে আয়ের সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নহে। ফলে প্রকৃত আয়ের ভিত্তি ব্যতিরেকে আয় বৎসর শেষ হইবার ৯০ দিনের মধ্যে করমুক্ত আয়ের ১০ শতাংশ সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগের বিধান অনুসরণ করাও উক্ত কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

২। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এইরূপ নির্দেশ জারী করিতেছে যে, বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আয় বৎসর শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে যে সকল করদাতা মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগী খামার ইত্যাদি হইতে অর্জিত করমুক্ত আয়ের ১০ শতাংশ বিনিয়োগ ব্যর্থ হইয়াছেন তাহারা এই পরিপত্র জারীর তারিখ হইতে পরবর্তী ১২০ দিনের মধ্যে সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটিজ এ উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

মোঃ হুমায়ূন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)